এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ৩৩, সাপ্তাহিক ১৫ নভেম্বর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 15 Nov 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 33, Rs. 2

দীপাবলিতে মানবতার আলো, ২০০ দুঃস্থের পাশে শান্তিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃদীপাবলির আলোর উৎসবে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরল শিলিগুড়ির শান্তিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। কালীপুজো উপলক্ষে ৯ নভেম্বর, ২০২৬ এলাকার প্রায় ২০০ জন দুস্থ মানুষের হাতে নতুন শাল, জ্যাকেট, সোয়েটার, শার্ট-সহ নানা ধরনের শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগকে ঘিরে সন্ধ্যায় পুজো প্রাঙ্গণে খুশির আবহ তৈরি হয়।

আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী তথা পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীতিশ বসু। প্রারম্ভিক বক্তব্যে শীতবস্ত্র সংগ্রহে অংশ নেওয়া সকলকে তিনি শিবজ্ঞানে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানান। 'আত্মা ত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' শাস্ত্রীয় ভাবনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবা এবং মানবতার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা। এই আদর্শকে সামনে রেখে সেবামূলক কাজ করলে তা যেমন অসহায় মানুষের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে, তেমনই ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের পথও প্রশস্ত হয়। নিজের ৬০ বছরের সমাজসেবার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই বার্তা তুলে ধরেন।

শীতবস্ত্র বিতরণের আগে অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির সাহায্যে নির্মিত 'শক্তিরূপিণী মা কালীর আবির্ভাব ও অশুভ শক্তির বিনাশ' শীর্ষক একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান বড় পর্দায় প্রদর্শিত হয়। মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে ওই বিশেষ স্ক্রিন শোয়ের উদ্বোধন করেন নীতিশ বসু। আকর্ষণীয় এই উপস্থাপনা দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শান্তিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সত্যজিৎ কর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শিবশঙ্কর সরকার।

বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ফিল্ড অর্গানাইজার বিজয় ছেত্রী এবং মহিলা শাখার ভারপ্রাপ্তা সুমিতা দাস।

আলোর উৎসবে নতুন পোশাক ও শীতবস্ত্র পেয়ে উপকৃত মানুষগুলির মুখে হাসি ফুটিয়ে শান্তিনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই উদ্যোগ আরও একবার মনে করিয়ে দিল, উৎসবের প্রকৃত আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই।

কালীপুজোর পরেই দুর্গোৎসব ! চোপড়ায় ৩০০ বছরের প্রাচীন অকাল দুর্গাপুজো



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চারদিকে যখন দীপাবলি ও কালীপুজোর আলোর উৎসবে মেতে উঠেছে মানুষ, তখন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার আমবাড়ি খেরিবাড়িতে বইছে দুর্গোৎসবের আবহ। কালীপুজোর ঠিক একদিন পর গোবর্ধন পুজোর তিথিতে প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্য মেনে এখানে অনুষ্ঠিত হয় অকাল দুর্গাপুজো। পুজোকে কেন্দ্র করে দু'দিন ধরে বসে পাঁচালী ও পালাটিয়া গানের আসর। দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয় - স্বজনের আগমনে উৎসবের চেহারা নেয় গোটা এলাকা।

হাপ্তিয়াগছ অঞ্চলের আমবাড়ি খেরিবাড়িতে সবুজ চা বাগান ও গাছপালায় ঘেরা মনোরম পরিবেশে স্থায়ী মন্দিরে পূজিত হন দেবী দুর্গা। এলাকাবাসী তপন সিংহ-সহ ষাটোর্ধ্ব বহু মানুষের দাবি, এই পুজোর ইতিহাস প্রায় তিনশো বছরের। আয়োজক কমিটির সম্পাদক অশোক কুমার সিংহ, সভাপতি সাজেন সিংহ ও বিপ্লব সিংহ জানান, দুর্গাপুজোর পাশাপাশি এখানে ৬৪ জন দেবদেবীর আরাধনা করা হয়। মূল মন্দিরের পাশেই রয়েছে ৬৪টি ছোট মন্দির।

আমবাড়ি, খেরিবাড়ি, তিস্তা কলোনি, নয়াবাড়ি ও আমবাড়ি আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দারা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে এই পুজোয় অংশ নেন। পুজো উপলক্ষে বসে জমজমাট মেলা। তেলেভাজা, জিলিপি, খেলনা-সহ নানা দোকানের পাশাপাশি মেলার অন্যতম আকর্ষণ বিশেষ ধরনের মিষ্টি আলু 'বাঘ চাবা আলু'। ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের কয়েকটি পরিবার বংশপরম্পরায় এই আলুর চাষ করে আসছে। বছরের মাত্র একদিন এই মেলাতেই তা বিক্রি হয়। প্রতি কেজির দাম থাকে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ টাকা।

তবে এই উৎসবের অন্যতম বড় আকর্ষণ রাজবংশী লোকসংস্কৃতি। নিজস্ব কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে দু'দিন ধরে আয়োজন করা হয় পাঁচালী ও পালাটিয়া গানের আসর। রাজবংশী আঞ্চলিক ভাষায় গান ও অভিনয় উপভোগ করতে হাজার হাজার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের সমাগম ঘটে।

প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি এবং গ্রামীণ মেলার মেলবন্ধনে চোপড়ার আমবাড়ি খেরিবাড়ির এই অকাল দুর্গাপুজো আজও বহন করে চলেছে উত্তরবঙ্গের এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরম্পরা।

প্রতিবেদন সুবল গোপ, চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর।

খবরের ঘন্টা, শিলিগুড়ি।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

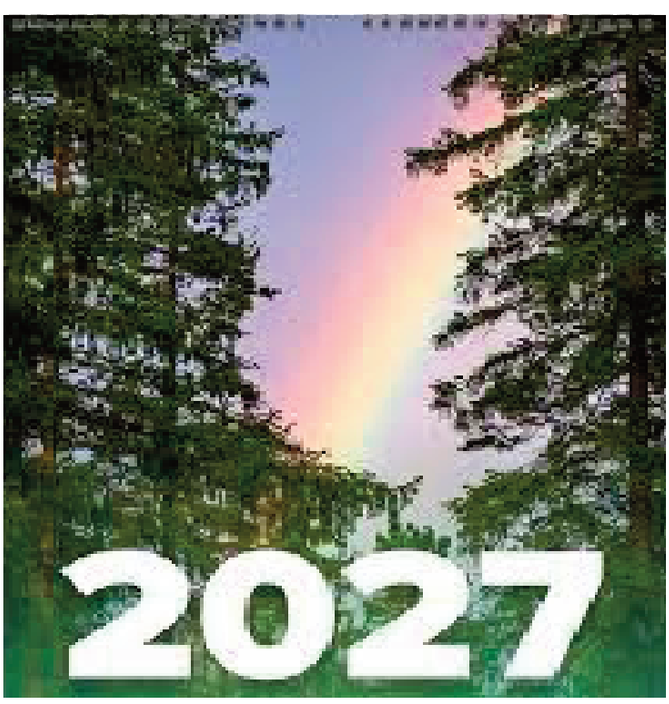
সম্পাদকীয়

প্রকৃতি বাঁচুক, বাঁচুক ভবিষ্যৎ

নতুন বছর মানেই নতুন স্বপ্ন, নতুন অঙ্গীকার। কিন্তু আগামী প্রজন্মের জন্য কেমন পৃথিবী রেখে যাচ্ছি আমরা? নির্বিচারে গাছ কাটা, নদী দূষণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ ক্রমশ আমাদের পরিবেশকে বিপন্ন করছে। উন্নয়নের নামে প্রকৃতির ক্ষতি করে আমরা আসলে নিজেদের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

২০২৭ সালে আমাদের অঙ্গীকার হোক;প্রতিটি মানুষ অন্তত একটি করে গাছ লাগাবেন ও তার পরিচর্যা করবেন, প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাবেন, জল অপচয় করবেন না এবং চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখবেন। মনে রাখতে হবে, পরিবেশ রক্ষা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক কর্তব্য।

নতুন বছরে আসুন, প্রতিজ্ঞা করি;প্রকৃতিকে ভালোবাসব, পৃথিবীকে বাঁচাব। কারণ প্রকৃতি বাঁচলেই বাঁচবে আগামী প্রজন্ম।



বাজি-কাণ্ডে সরকারের বদনামের চক্রান্ত, অভিযোগ বিজেপি নেতার



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দীপাবলির রাতে শিলিগুড়িতে লাগামছাড়া বাজি পোড়ানো ও ফাটানোর ঘটনায় এবার রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র কমল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, নতুন সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে পরিকল্পিতভাবে বিরোধী শক্তির মদতে একাংশের মানুষ এই কাজ করেছে।

কমলবাবুর দাবি, কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি গেরুয়া পোশাকের আড়ালে থেকে বাজি পোড়ানো ও ফাটানোর কাজে উৎসাহ জুগিয়েছেন। এর পিছনে সরকারের বদনাম করার উদ্দেশ্য কাজ করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তবে আগামী বছর দীপাবলিতে যাতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে তাঁরা আরও সতর্ক ও সক্রিয় থাকবেন বলে জানান।

শিলিগুড়িতে দীর্ঘদিনের সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত কমল ঘোষ স্পষ্ট জানিয়েছেন, পরিবেশের ক্ষতি করে এমন বাজিকে তাঁরা কখনওই সমর্থন করেন না। বিশেষ করে অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টিকারী বাজি, যা শিশু ও প্রবীণদের সমস্যায় ফেলে এবং পশুপাখিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায়, তার বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট।

গাছের কপালে ফোঁটা, সবুজ বাঁচানোর অভিনব উদ্যোগ কোচবিহারে



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃভাইফোঁটার চেনা আবেগকে পরিবেশ রক্ষার বার্তায় বদলে দিলেন কোচবিহারের পরিবেশপ্রেমী পিংকি রায়। কয়েক বছর ধরেই কোচবিহার স্টেশন চৌপথি এলাকার রাজ আমলের প্রাচীন তল্লী গাছগুলিকে ভাই সাজিয়ে অভিনব ‘গাছফোঁটা’ উৎসবের আয়োজন করে আসছেন তিনি। এলাকার ছোট ছোট ভাই-বোন ও দিদিদের সঙ্গে নিয়েই চলে এই ব্যতিক্রমী উদযাপন। ভাইয়ের কপালে বোনেরা যেমন স্নেহের ফোঁটা দেন, তেমনই প্রাচীন গাছগুলির গায়ে গঙ্গাজল, কাজল, চন্দন, ধান-দূর্বা দিয়ে ফোঁটা পরিয়ে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করেন পিংকি ও তাঁর সহযোগীরা। প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে আশপাশের ছোট গাছগুলিকেও ফোঁটা দেওয়া হয়। পাশাপাশি পথচলতি মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে সবুজ চারা ও লাড্ডু। পিংকি রায়ের কথায়, গাছ আমাদের প্রাণদায়ী অক্সিজেন জোগায়। তাই গাছ বাঁচানো এবং সবুজ পরিবেশ রক্ষা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। তাঁর এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কোচবিহারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ভাইফোঁটার আনন্দে গাছের প্রতি ভালোবাসার এমন বার্তা নিঃসন্দেহে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

আমার আনন্দ যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না হয় ঃ গোপিনাথ কর্মকার



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃদীপাবলির আনন্দে বাজির বিকট শব্দে বিপর্যস্ত মানুষ ও পশুপাখি। নির্ধারিত সময়সীমা রাত ৮টা থেকে ১০টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় বাজি ফাটানোর অভিযোগ উঠেছে। এমনকি দীপাবলি পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোথাও কোথাও বাজি ফাটানো চলছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশপ্রেমীদের পাশাপাশি বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে।

এবার বাজির শব্দদূষণ নিয়ে নিজের গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা সংস্কার ভারতীর শিলিগুড়ি মহানগর শাখার সভাপতি গোপিনাথ কর্মকার। তিনি সারদা শিশু তীর্থের শিলিগুড়ির ঘোঘোমালি শাখার প্রধান আচার্যও।

‘খবরের ঘন্টা’র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গোপিনাথবাবু বলেন, শব্দ তখনই শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে, যখন তার মধ্যে সুর, তাল ও লয়ের সামঞ্জস্য থাকে। সেই শব্দই মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসায় মিউজিক থেরাপি হিসেবে কাজে লাগতে পারে। কিন্তু শব্দের মধ্যে যখন ছন্দপতন ঘটে, তখন তা শ্রুতিমধুর না হয়ে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিকট শব্দে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।

তাঁর কথায়, পুজোর সময় নিয়ম মেনে শঙ্খধ্বনি, ঢাকের বাদ্যি, উলুধ্বনি কিংবা ঘণ্টাধ্বনি পরিবেশে এক সুন্দর ও সৃজনশীল পবিত্র আবহ তৈরি করে। কিন্তু তার পরিবর্তে যখন বিকট শব্দে বাজি ফাটে, তখন মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখি;সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আচমকা এমন শব্দ সৃষ্টি করে অন্যের অসুবিধার কারণ হওয়া কখনোই কাম্য নয়।

গোপিনাথবাবুর বক্তব্য, আমার আনন্দ যদি অন্যের নিরানন্দের কারণ হয়ে ওঠে, তাহলে সেই আনন্দ কখনোই কাম্য নয়।

উৎসবের আনন্দ যেন কারও যন্ত্রণা বা আতঙ্কের কারণ না হয়;গোপিনাথ কর্মকারের বক্তব্যে উঠে এল সেই মানবিক বার্তাই। বাজি ফাটানো নিয়ে তাঁর আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত শুনুন খবরের ঘন্টার সোস্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওতে।

ভক্তের রক্ষায় কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্ধন পর্বত, পালিত হয় গোবর্ধন পূজা



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম পবিত্র উৎসব গোবর্ধন পূজা। দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের ইন্দ্রদেবের পরিবর্তে গোবর্ধন পর্বতের আরাধনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ইন্দ্রদেব প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের তাণ্ডব শুরু করেন। সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কনিষ্ঠ আঙুলে গোবর্ধন পর্বত তুলে টানা সাত দিন ধরে ব্রজবাসী এবং তাঁদের গবাদি পশুদের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় ভক্তদের প্রতি তাঁর অসীম করুণা এবং শরণাগতদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি। এই উপলক্ষে ভক্তরা গোবর্ধন পর্বতের প্রতীকী রূপ নির্মাণ করে পূজা করেন। ভগবানকে নিবেদন করা হয় অন্নকূট মহাভোগ। পাশাপাশি কীর্তন, ভজন ও প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে ভক্তিভরে উদযাপিত হয় এই উৎসব।

গোবর্ধন পূজার মূল বার্তা হলো ভগবানের প্রতি অটুট বিশ্বাস ও সম্পূর্ণ শরণাগতি। একই সঙ্গে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং গোরক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষাও দেয় এই উৎসব।

শিলিগুড়ি ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস এই উৎসবের তাৎপর্য তুলে ধরে বিষয়গুলি জানিয়েছেন।

দীপাবলির রাতে দূষণে বিপর্যস্ত শিলিগুড়ি, উদ্বেগে পরিবেশবিদ



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দীপাবলির আনন্দের রাতেই দূষণের দাপটে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয় শিলিগুড়িতে। রবিবার কালীপুজোর রাতে শহরের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ২০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। রাতভর এমনকি সোমবার ভোর পর্যন্ত চলেছে বাজি ফাটানো।

নিয়ম অনুযায়ী রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বাজি ফাটানোর সময়সীমা নির্ধারিত থাকলেও সেই বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করেননি বহু মানুষ। রবিবার সারা রাত ধরে চলেছে শব্দবাজির দাপট। সোমবার সকালে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও বিকেল থেকে ফের শুরু হয় বাজি ফাটানো। ফলে নতুন করে বাড়তে থাকে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা।

সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ তথা সবুজ মঞ্চের রাজ্য সহ-সভাপতি অনিমেষ বোস। সোমবার শিলিগুড়িতে ‘খবরের ঘন্টা’র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, একদিকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি অবাধে বিক্রি হয়েছে, অন্যদিকে এক শ্রেণির মানুষ সারা রাত ধরে বাজি ফাটিয়ে গিয়েছেন। এই প্রবণতা পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

অনিমেষবাবুর বক্তব্য, বাজি ফাটানো কিংবা বাজি পোড়ানো;কোনোটিই পরিবেশের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। তাঁর হিসাব অনুযায়ী, রবিবার দীপাবলির রাতে শিলিগুড়িতে এক কোটি টাকারও বেশি বাজি পোড়ানো হয়েছে।

উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশের স্বাস্থ্যের কথাও যে সমানভাবে ভাবা জরুরি, শিলিগুড়ির দূষণের এই চিত্র ফের সেই প্রশ্নই সামনে এনে দিল।

বিদায় ২০২৬, স্বাগত ২০২৭ ভুল শুধরে নতুন শপথের বছর

সুব্রত চৌধুরী (দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

নতুন বছর মানেই শুধু ক্যালেন্ডারের পাতা বদল নয়। নতুন বছর মানে পুরনো ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া, নতুন করে স্বপ্ন দেখা এবং নিজেকে আরও একটু ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার।

২০২৬-এর ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ২০২৭ হোক মানবিকতা, সুস্থতা, পরিবেশ সচেতনতা ও ইতিবাচক পরিবর্তনের বছর।

১. ২০২৭ সাল আসলে কিসের বছর?

২০২৭ সালকে রাষ্ট্রসংঘ ইতিমধ্যেই দুটি বিশেষ আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আন্তর্জাতিক টেকসই ও স্থিতিস্থাপক পর্যটন বর্ষ

পর্যটন, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

তাছাড়া দুই) আন্তর্জাতিক আইন-সচেতনতা বর্ষ ঃ

মানুষের অধিকার, আইনি দায়িত্ব, ন্যায়বিচার এবং আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিই এর উদ্দেশ্য।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

২০২৭থেকে ২০৩৬ সালকে রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ও টেকসই উন্নয়ন দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বনসৃজন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়েও নতুন আন্তর্জাতিক দশক শুরু হচ্ছে।

আরও একটি মজার তথ্য চীনা রাশিচক্র অনুযায়ী ২০২৭ হলো ফায়ার গোট বা অগ্নি ছাগলের বছর। এই বর্ষ শুরু হবে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭। চীনা সংস্কৃতিতে ছাগলকে শান্তি, সহমর্মিতা ও কোমলতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

২০২৬ সালে আমাদের কী কী ভুল হলো?

২০২৬ সালের দিকে ফিরে তাকিয়ে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে পারি।

১. পরিবেশের প্রতি অবহেলা দূষণ, প্লাস্টিক, নদী দখল, নির্বিচারে গাছ কাটা এবং শব্দদূষণ কি আমরা সত্যিই কমাতে পেরেছি?

২. মানবিকতার অভাব বিপদে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বদলে আমরা কি অনেক সময় ছবি তোলা ও ভিডিও করতেই ব্যস্ত থেকেছি?

৩. সম্পর্কের অবনতি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর বদলে মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়াকে বেশি সময় দিয়েছি কি?

৪. স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতা শরীর খারাপ হওয়ার পর চিকিৎসকের কাছে গিয়েছি, কিন্তু সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম, ঘুম ও খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিয়েছি কি?

৫. সোশ্যাল মিডিয়ায় অসহিষ্ণুতা যাচাই না করে খবর ছড়ানো, কুরুচিকর মন্তব্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং গালিগালাজ কি আমাদের সামাজিক পরিবেশকে নষ্ট করেনি?

৬. শব্দ ও বায়ুদূষণ উৎসবের আনন্দে অন্যের অসুস্থতা, শিশু, প্রবীণ ও পশুপাখির অসুবিধার কথা কি আমরা ভুলে গিয়েছি?

নতুন বছরে কয়েকটি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার নেওয়া যেতে পারেঃ

ক্ষেত্র	নতুন বছরের শপথ
পরিবেশ	বছরে অন্তত পাঁচটি গাছ লাগাব এবং বাঁচাব।
স্বাস্থ্য	প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটব।
পরিবার	প্রতিদিন পরিবারের জন্য কিছুটা সময় রাখব।
প্রবীণ	বাড়ির বয়স্কদের সঙ্গে নিয়মিত সময় কাটাব।
শিক্ষা	প্রতিদিন নতুন কিছু শিখব।
সোশ্যাল মিডিয়া	যাচাই না করে কোনও খবর শেয়ার করব না।
সম্পর্ক	রাগের মাথায় কাউকে অপমান করব না।
মানবিকতা	সামর্থ্য অনুযায়ী অন্তত একজন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াব।
অর্থনীতি	অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে সঞ্চয় করব।
সমাজ	নিজের এলাকার পরিচ্ছন্নতা ও সামাজিক উন্নয়নে অংশ নেব।

২০২৭ সালের জন্য ১২টি বিশেষ মাসিক অঙ্গীকার

মাস	অঙ্গীকার
জানুয়ারি	নতুন কিছু শেখার অভ্যাস
ফেব্রুয়ারি	পরিবারকে সময় দেওয়া
মার্চ	জল সংরক্ষণ
এপ্রিল	প্লাস্টিক বর্জন
মে	প্রবীণদের পাশে দাঁড়ানো
জুন	পরিবেশ ও বৃক্ষরোপণ
জুলাই	নিয়মিত শরীরচর্চা
আগস্ট	দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব
সেপ্টেম্বর	বই পড়ার অভ্যাস
অক্টোবর	শব্দদূষণ কমানো
নভেম্বর	অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো
ডিসেম্বর	সারা বছরের কাজের আত্মসমীক্ষা

ভুলের খাতা বন্ধ হোক, খুলুক সম্ভাবনার নতুন দরজা

বিদায় ২০২৬, স্বাগত ২০২৭। নতুন বছরে শুধু স্বপ্ন নয়, চাই দায়িত্ববোধ, মানবিকতা ও বাস্তব পরিবর্তনের অঙ্গীকার।

পাঠকদের জন্য একটি বিশেষ শপথবাক্য

আমার নতুন বছরের অঙ্গীকার

আমি শপথ করছি, ২০২৭ সালে নিজের পাশাপাশি পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতির প্রতিও দায়িত্বশীল থাকব। কাউকে অকারণে কষ্ট দেব না, মিথ্যা খ বর ছড়াব না, পরিবেশের ক্ষতি করব না। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াব, প্রবীণদের সম্মান করব, শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করব। নিজের ভুল স্বীকার করব এবং প্রতিদিন একটু একটু করে নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করব।

কারণ নতুন বছর তখনই সার্থক হবে, যখন নতুন বছরের সঙ্গে নতুন মানুষ হয়ে উঠব আমরা।

মায়ের প্রসাদ বৃদ্ধাশ্রমে, মানবসেবাতেই প্রকৃত পুজো দেখছে আনন্দময়ী কালীবাড়ি



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের দিনগুলিতে শিলিগুড়ির বুকে শক্তি ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার এক বিশেষ ইতিহাস রয়েছে আনন্দময়ী কালীবাড়ির সঙ্গে। চারনকবি মুকুন্দ দাসের উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা এবং মা কালীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালিত হয়েছিল। পরাধীন ভারতে শিলিগুড়িতে এসে তিনি চারনগানের আসর বসাতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, মা কালীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে যুবসমাজের মধ্যে শক্তি, সাহস ও দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তোলা। যুবকদের লাঠিখেলা, ব্যায়াম ও যোগাসনের মাধ্যমে শারীরিকভাবে সক্ষম করে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন তিনি। তাঁর কাছে মা কালীর আরাধনা ছিল শক্তি সঞ্চয় ও মানসিক দৃঢ়তা অর্জনের এক ধরনের সাধনা।

শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে ডিআই ফান্ড মার্কেট এলাকায় আনন্দময়ী কালিবাড়ির অবস্থান। সেই কালিবাড়ি প্রতিষ্ঠা এবং কালিবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার এবছর একশ বছর চলছে। কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস জানিয়েছেন, একশ বছর উপলক্ষে সারা বছর ধরে নানারকম সেবামূলক কর্মসূচি চলছে। কালীপুজোতেও সেই সেবার কাজ অব্যাহত থাকলো। যারা দীপান্বিতা অমাবস্যার কালীপুজোয় কালী মায়ের উদ্দেশ্যে ফল নিবেদন করেছিলেন। সেই সব ফল তারা তাঁরা পুজোর পর কাওয়াখ ালি বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মধ্যে সব দান করে এসেছেন। এভাবেই কালীপুজোর পাশাপাশি মানব সেবার মাধ্যমে তাঁদের সেবামূলক কাজ অব্যাহত থাকবে।



স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 33

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)